বেবী, ইট'স কোল্ড আউট সাইড

জর্জ আর আমি লাঞ্চ করছি, ওয়েটার এক বাটি নেভি বিন স্যুপ দিয়ে গেল ওর সামনে। এ জিনিসটি সাংঘাতিক পছন্দ জর্জের। এক চামচ স্যুপ মুখে তুলল ও, তৃপ্তির ঢেকুর তুলল একটা, জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে, 'তুষার পড়ার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আকাশে।'

'আমি,' গর্বিত গলায় বলল জর্জ, 'বরফ পড়ার কথা ভেবে কবিতা লেখার চেষ্টা করছি। অবশ্য আপনার সঙ্গে কবিতা নিয়ে কথা বলা আর ঘোড়ার সাথে কথা বলার চেষ্টা করা একই কথা।'

'তবে ঘোড়া কিন্তু আজকের লাঞ্চের বিল শোধ করবে না।'

'আপনারও করার দরকার ছিল না যদি না এ মুহূর্তে আমার টাকা-পয়সার একটু টানাটানি যেত।'

'এ মুহূর্ত,' জর্জের কোনোদিনই যাবে না, এটা ওকে মনে করিয়ে দিতে গিয়েও নিজেকে সংযত করলাম অভদ্রতা হয়ে যায় ভেবে।

'এ রকম দৃশ্য দেখলে,' বললাম আমি, 'আমার মনে হতে থাকে শীত এল বলে। তবে নিজেকে সান্ত্বনা দিই ভেবে যে আর ক' মাসের মধ্যেই পড়ে যাবে শীত। তারপর প্রতীক্ষা করতে থাকব কবে আসবে গরম। এই যে ঋতু পরিবর্তনের জন্যে প্রতীক্ষা, আমার মনে হয়, কারো কারো জন্যে ভালো এবং এটা দৈব অতৃপ্তির অনুভূতি নিয়ে আসে।

'দৈব অতৃপ্তি লোকে কেন যে বলে!' বিস্ময় প্রকাশ করল জর্জ।

'অতৃপ্তি ছিল বলেই মানুষ সভ্যতার ও সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে। তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি স্থবিরতা নিয়ে আসে এবং বেকুব বাড়িয়ে তোলে। যেমন তোমার ব্যাপারটা। তুমি যে সব গল্প আমাকে শোনাও তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে অন্যের দৈব অতৃপ্তিকে চিহ্নিত করতে পারে এবং তুমি ওগুলোকে ঘষামাজা করার জন্যে প্রচুর শ্রম ব্যয় করো। আর যে সব গল্প

www.banglainternet.com

তুমি আমাকে শুনিয়ে চলেছ তা সত্যি হলে বলতে হবে তুমি তোমার বন্ধুদের জীবনে অনুপ্রবেশ করে তাদেরকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছ।'

'তবে আমার গল্প শুনতেও আপনার আগ্রহের কমতি নেই। শুনতে চাইলে এখুনি ইউফ্রোজিন মেলন আর তার স্বামী অ্যালেক্সিয়াসের গল্প বলতে পারি।'

'সত্যি বলতে কি, তোমার গল্প শুনতে আমি আগ্রহ বোধ করছি না।'

কিন্তু জর্জ গল্প শোনাবে সিদ্ধান্ত নিলে, শোনাবেই।

ইউফ্রোজিন মেলন [বলল জর্জ] বিয়ের আগে ছিল ইউফ্রোজিন স্টাম্প। তাকে ছোটবেলা থেকে চিনি আমি। লাজুক স্বভাবের একটি মেয়ে। লাজুক ভাবটা থেকে সে কখনো মুক্তি পায়নি। আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিপরীত লিঙ্গদের নিয়ে তার লজ্জা আরো বেড়ে যায় এবং পুরুষদের নিয়ে লজ্জা পাবার বিষয়টি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

যৌবনে উপনীত হয়ে যেন দেবীর শরীর পেল ইউফ্রোজিন। পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা এক দেবী। তার ওপর কারো চোখ পড়লে আর নজর ফেরানোর সাধ্য নেই।

অনেকেই ইউফ্রোজিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছে, সফল হলে, আমি জানি, ওরা ওকে নিয়ে গভীর দার্শনিক আলোচনায় ডুবে যেতে পারত।

ইউফ্রোজিন এমনভাবে পোশাক পরত যেন নিজের অপূর্ব দেহবল্লরি সম্পর্কে সে সচেতন নয়। কিন্তু পুরুষদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠিকই সেদিকে নজর রাখছে, টের পেত সে।

আমি ছিলাম ইউফ্রোজিনের গডফাদার। আমি অনেক সুন্দরী মেয়েরই ঈশ্বর পিতা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এর কারণ আমার সততা এবং দায়িত্ববোধ।

একবার আমার কোলে বসে, আমার কাঁধে মাথা রেখে কচকচ করে কাঁদছিল ইউফ্রোজিন, আমি ওর সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম।

'আমি ওদেরকে স্পর্শ করার সাহস পাই না,' বলল সে, 'কিন্তু ওদের তীব্র কামনা বুঝতে পারি। দেখি আমার কাছে আমার আগে ওরা হাত ধুয়ে নিচ্ছে, যেন পরিষ্কার হাতে এলে সাফল্য ধরা দেবে সহজে।'

'কিন্তু ধরা দেয় না?'

www.banglainternet.com

শিউরে উঠল ইউফ্রোজিন। 'নোংরা হাত আমি সহ্যই করতে পারি না, তবে পরিষ্কার হাতও ততটা ভালো নয়, আঙ্কেল জর্জ।'

'কিন্তু তুমি যে আমার কোলে বসে আছ, আমি তোমার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি এবং মাঝে মাঝে আমার হাত লেগে যাচ্ছে তোমার কাঁধ এবং বাহুতে।'

'ওটা আলাদা ব্যাপার, আঙ্কেল জর্জ। তুমি তো পরিবারেরই একজন।'

আমি ওর চুলে হাত বুলিয়ে যেতে লাগলাম। পরিবারের একজন হবার বিশেষ সুবিধা আছে।

আমি কয়েকদিন পরে হাঁ হয়ে গেলাম শুনে ইউফ্রোজিন অ্যালেক্সিয়াস মেলন নামে এক তরুণকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। অথচ ছেলেটির কোনো প্রতিভা নেই— সে ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যান মাত্র। তবে ফেরিঅলা হলেও ভালোই নাকি রোজগার করে।

লাজরাঙা চেহারা নিয়ে ইউফ্রোজিন যখন আমার কাছে এল, জিজ্ঞেস করলাম, 'পুরুষ জাতির প্রতি তোমার যে রকম দৃষ্টিভঙ্গি দেখেছি, ইউফ্রোজিন, তুমি বিয়ে করতে রাজি হলে কিভাবে?'

'আমার একটা রোমান্টিক মন আছে,' লাজুক গলায় জবাব দিল ও।

'আমি অ্যালেক্সিয়াসের কাছ থেকে দূরে থাকতেই চেয়েছিলাম, সারাজীবন সকল পুরুষ মানুষকে আমি সভয়ে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু একদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই অ্যালেক্সিয়াসের কথা মনে পড়ে গেল, বুঝতে পারলাম আমি অসহায়—টাকার কাছে ধরা খেয়ে গেছি। শুনেছি অ্যালেক্সিয়াস খুব ভালো রোজগার করে আর 'টাকা সব কিছু জয় করতে পারে' এও জানি। সেদিন সারাক্ষণ আমি গুনগুনিয়ে গাইতে লাগলাম 'টাকা সবচে' মধুর জিনিস। এবং অ্যালেক্সিয়াসের কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিলাম, 'চল, প্রিয়ে, আমরা বিয়ে করে ফেলি।'

আমি হেসে ইউফ্রোজিনের জন্যে শুভ কামনা করলাম। কিন্তু ও চলে যাবার পরে বিষাদ ভঙ্গিতে ডানে-বামে মাথা নাড়লাম। আমি এমন বহু ঘটনার স্বাক্ষী যে টাকার স্বর্ণাভ আভায় আলোকিত হয়ে চমৎকার মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছে বহু দম্পতি। কিন্তু যখন জীবনের কঠিন দিকগুলোর মুখোমুখি হয়েছে, টাকা সে সময় কোনো সমাধান দিতে পারেনি। আমি আমার মিষ্টি গডডটারের ভবিষ্যতে মোহভঙ্গের কঠিন দিকটা ভবিষ্যতের চোখে দেখতে পেলাম। আসল টাকা আর রোমান্স নিয়ে গল্প-উপন্যাস পড়ে পড়ে ওর মাথাটাই গেছে।

www.banglainternet.com

যা ভেবেছি ঘটলও তাই। বিয়ের আট মাস বাদেই আমার বাসায় শুকন মুখ নিয়ে ঢুকল ইউফ্রোজিন। আমি জানতে চাইলাম, 'কেমন আছে অ্যালেক্সিয়াস?'

আমার কথা শুনতে পায়নি এমন ভাব করে মুখ তুলে চাইল ও, 'ও ব্যবসার কাজে কয়েকদিনের জন্যে বাইরে গেছে,' ঠোঁট কাঁপতে লাগল ইউফ্রোজিনের, শেষে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, জড়িয়ে ধরল আমাকে। 'কী হয়েছে, সোনা?' ওর চুলে হাত বোলাতে বোলাতে জানতে চাইলাম। কাজটাতে আমি মজা পাই, ও-ও।

'আমরা বিয়ের পরে কিছুদিন ভালোই ছিলাম। পৃথিবীর কোনো কিছুকেই যেন গ্রাহ্য করে চলতাম না। তারপর হঠাৎ বদলাতে শুরু করল অ্যালেক্সিয়াস। দিন দিন কেমন নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল। আবিষ্কার করলাম ও আসলে একটা লাভঅ্যাহোলিক। মানে নাছোড়বান্দা প্রেমিক।

'জিনিসটা একটা অসুখের মতো, আঙ্কেল জর্জ। গত হপ্তায় আমরা একজোড়া খাটে ঘুমুচ্ছি, একজন ঘরের এক কোণে, অপরজন অন্য ধারে, মাঝখানে ভারী একটা আসবাব— নতুন কোনো স্বাভাবিক দম্পতি যেভাবে রাখবে। তারপর একদিন দেখলাম ঘরে এ-একটা ডাবল বেড। ও বলল জোড়া খাট স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করে রাখে। এখন আঙ্কেল জর্জ, আমি আমার নিজের বিছানায় একা শুতে পর্যন্ত পারি না, ও যখন আমার বিছানায় উঠে আসে, মাঝে মাঝে ওর হাত লেগে যায় আমার গায়ে। সারা গায়ে কিলবিল করতে থাকে হাতজোড়া। গা ঘিনঘিন করে ওঠে। জানি না ওকে কোন্ অসুখে পেয়ে বসেছে। তুমি বলতে পারবে, আঙ্কেল জর্জ?'

'ইউফ্রোজিন, ওর হাতের স্পর্শ কি তুমি পছন্দ করতে পার না?'

'একদম না। ওকে সব সময় উষ্ণ মনে হয়, আর আমি আনন্দের সঙ্গেই ঠাণ্ডা থাকি। পুরুষদের শরীরের তাপমাত্রার আমার প্রয়োজন নেই। আমি ওকে একথা বলার পরে ও বলল আমি নাকি শীতল নারী। তারপর আরো একটা শব্দ বলল 'সম' দিয়ে। আমি পুরোটা উচ্চারণ করতে পারব না।'

'হুঁ, বুঝতে পেরেছি। তো কতদিনের জন্যে বাইরে গেছে অ্যালেক্সিয়াস?'

'লম্বা সময়ের জন্যে। দক্ষিণ-পশ্চিমে গেছে। এক মাসের মধ্যে ফিরবে বলে মনে হয় না।'

'ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। দেখি কী করতে পারি।'

www.banglainternet.com

'আমি জানি তুমি পারবে,' সুন্দর, ছোট্ট মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর, আস্থা নিয়ে তাকাল ইউফ্রোজিন। 'কারণ তুমি পরিবারেরই অংশ।'

মনে হল এ সমস্যার সমাধান অ্যাজাজেলই দিতে পারবে। ওকে ডেকে পাঠালাম। যথারীতি একই রকম ভঙ্গিতে আবির্ভাব ঘটল ওর। তবে ওর চেহারা একটু বেশি লালচে। হাতে ছোট একটা জিনিস, ইংরেজি 'BB'র মতো। ওটা ধরে দুলছিল অ্যাজাজেল। আমাকে দেখে বিরক্ত গলায় বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ ব্যায়াম থেকে উঠে আসতে হয়েছে আমাকে তোমার ডাক পেয়ে?'

'সরি!'

'তাতে কোন্ লাভটা হল? আজকের মতো আর ব্যায়াম করা হল না আমার। কিভাবে যে ফিগার ঠিক রাখব জানি না।'

'কেন তোমার আজ আর ব্যায়াম করা হবে না, হে ব্রহ্মাণ্ডের শাসক? তুমি চোখের পলকে ফিরে গিয়ে কি কাজটা শেষ করতে পারবে না?'

'না, ওটা খুব কঠিন। যাকগে, তোমার নির্বোধের মতো উপদেশ চাই না। তবে ডেইলি এক্সারসাইজের সময় আমাকে ডাকলেও কিছু মনে করব না। ডাকলে বরং ওই সময়টাতেই ডেকো।'

বলে বিবি শটটা নামিয়ে রাখল সে, এক লাথিতে পাঠিয়ে দিল ঘরের এক কোণে। আমার ধারণা, মুখে যাই বলুক, অ্যাজাজেল আসলে ব্যায়াম পছন্দ করে না।

'হ্যাঁ, এবার বল কেন ডেকেছ?' তেতো গলায় জানতে চাইল ও।

ইউফ্রোজিন আর অ্যালেক্সিয়াস মেলনের ঘটনা খুলে বললাম অ্যাজাজেল।

সে জিভ দিয়ে টাকরায় বাড়ি মেরে চুকচুক শব্দ করল, 'পুরনো, পুরনো গল্প। এমনকি আমাদের পৃথিবীতেও পথভ্রষ্ট তরুণরা অকথ্য অশান্তির সৃষ্টি করে— তবে আমার মনে হচ্ছে এই ইউক-ইউক—যে নামই হোক না মেয়েটির, ওর উচিত তার পুরুষ সঙ্গীর বিকৃত ইচ্ছেগুলো পূরণ করা।'

'কিন্তু হে সর্বশক্তিমান, ও তো খাঁটি, অনাঘ্রাতা তরুণী।'

'তোমার তরুণীর মতো বহু তরুণী আমার গ্রহেও আছে। সব ঠাণ্ডা জাইব্বুল—আর জাইব্বুল বলতে আমি বোঝাচ্ছি গৃহপালিত নারী প্রাণী—'

'তুমি বোঝাতে চাইছ তা আমি বুঝতে পারছি, শক্তির সেরা শক্তি, কিন্তু ইউফ্রোজিনের জন্যে আমরা কী ব্যবস্থা নেব?'

www.banglainternet.com

'কাজটা সহজ। পুরুষালি উষ্ণতায় তার আপত্তি— ওর কোনো ছবি বা জামা-কাপড় এনে দিতে পারবে—যাতে আমার শক্তি প্রয়োগ করতে পারি ?'

ভাগ্যক্রমে ইউফ্রোজিনের কয়েকটা গা-খোলা ছবি ছিল আমার কাছে। তাই দেখালাম অ্যাজাজেলকে। দেখে নাক সিঁটকায় ও। তবে ওর যা করণীয় তা করতে বেশি সময় নিল না। কাজটা শেষ হতেই চলে গেল। তবে বিবি শটটা নিতে ভুলে গেছে লক্ষ করলাম। বিবি শটটা আমি পকেটে করে নিয়ে এসেছি আপনাকে দেখানোর জন্যে যে অ্যাজাজেল বলে সত্যি কেউ আছে— জানি না 'সত্যিকারের' প্রমাণ বলতে আপনি কী বোঝেন, তবে এটা দেখতে না চাইলে দেখবেন না। আমি বরং গল্পটা শেষ করি।

দু'হপ্তা পরে ইউফ্রোজিনের সঙ্গে আবার দেখা করলাম। আগের চেয়েও করুণ লাগল চেহারাটা। অ্যাজাজেল বোধহয় সব গুবলেট করে ছেড়েছে, শঙ্কিত হয়ে ভাবলাম আমি। আর অ্যাজাজেল একবার যা করে তা আর বদলাতে চায় না।

'অ্যালেক্সিয়াস বাড়ি ফেরেনি এখনো ?' জানতে চাইলাম আমি।

'রোববার ফিরবে,' শুকনো গলায় জবাব দিল ইউফ্রোজিন। 'আঙ্কেল জর্জ, তোমার কি মনে হয় না এবার একটু তাড়াতাড়ি শীতটা এসে গেছে ?'

'আরে না। কেন হবে!'

'তুমি জেনে বলছ ? কিন্তু আজ সারাদিন আমি শীতে কেঁপেছি। এই ভারী ওভারকোর্টের নিচে সবচে' গরম স্যুট পরেছি, তার নিচে গরম আন্ডারওয়্যার, প্যান্টি হোসের ওপর উলের মোজা, তারপর ভারী জুতো। তারপরও ঠাণ্ডা যাচ্ছে না আমার।'

'তুমি বরং এক বড় বাটি বোঝাই নেভি বিন স্যুপ খেয়ে নাও। তাতে গরম হয়ে উঠবে শরীর। তোমার জায়গায় আমি হলে ঝটপট লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তাম। ঠাণ্ডার বাপও কাছে আসতে পারত না।'

'কিন্তু,' নাক কুঁচকে, মাথা নেড়ে বলল ও, 'জানি না কেন বিছানায় শোয়ার পরে সবচে' বেশি ঠাণ্ডা লাগে আমার। হাত আর পা মনে হয় বরফ দিয়ে তৈরি। অ্যালেক্সিয়াস ফেরার পরে আমার সঙ্গে আর শুতেই চাইবে না, এত ঠাণ্ডা শরীর আমার। তবে এতে একদিক থেকে ভালো

www.banglainternet.com

হবে,' গম্ভীর গলা ওর। 'ও বুঝতে পারবে ওর ভাষ্যমতো সত্যি ঠাণ্ডা এক মহিলা আমি।'

চলে গেল আরো দু'হপ্তা। তারপর একদিন কে যেন আমার ঘরের দরজার কড়া নাড়ল। ঘন ঘন। অঙ্কের জটিল একটা সমস্যার সমাধানে তখন ব্যস্ত আমি। কড়া নাড়ার শব্দে বিরক্ত বোধ করলাম। দরজা খুলে দিতেই ঘূর্ণির বেগে, নাচতে নাচতে ভেতরে ঢুকল ইউফ্রোজিন।

'কী হয়েছে, ইউফ্রোজিন?' ওর উল্লাসের কারণ অনুধাবনের চেষ্টা করে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লাম, 'অ্যালেক্সিয়াস তোমাকে সব টাকা-পয়সা দিয়ে ভেগে গেছে?'

'না, না, আঙ্কেল জর্জ। তা নয়। অ্যালেক্সিয়াস এক হপ্তা ধরে ঘরে। আমার সোনামণি!'

'ওকে তুমি সোনামণি বললে? তার মানে কি ধরে নেব অ্যালেক্সিয়াস তার লাভঅ্যাহলিক মানে নাছোড়বান্দা প্রেমের উন্মাদনার রোগ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার পছন্দমতো শুধু টাকা রোজগার করে চলেছে?'

'ধ্যাত, কী সব বলছ, আঙ্কেল জর্জ।' থুতনি উঁচু করে বলল ইউফ্রোজিন।

'ও যেদিন বাড়ি ফিরল, আমি তখন বিছানায়। আগের চেয়েও শীতে কাঁপছি। নীল হয়ে গেছি ঠাণ্ডায়। কিন্তু যে মুহূর্তে ও বিছানায় উঠে বসল, মনে হল দূর থেকে ভেসে এল উষ্ণতা। যেন ওর শরীর থেকে আসছে। জানি না কিভাবে কাজটা করল ও, তবে ওর শরীর যেন হয়ে উঠেছিল তাপের খনি, আমাকে উষ্ণতায় ভাসিয়ে দিল। ওহ্, সে কী আনন্দ!

'ওর শরীর থেকে যেন তাপ বিকিরণ হচ্ছিল, আমি আরো উত্তাপ পেতে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। যেন ও চুম্বক আর আমি লোহা। টের পেলাম ক্রমে ওর দিকে এগোচ্ছি আমি, তারপর ঠাণ্ডা হাত জোড়া দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। আমার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে ভয়ানক আঁতকে উঠল ও। কিন্তু ওকে ছাড়লাম না। আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকলাম।

'আমার দিকে ফিরল ও।' বলল, 'বেচারি, ঠাণ্ডায় দেখছি একদম জমে গেছ।' তারপর ওর মিষ্টি, গরম হাত জোড়া রাখল আমার বরফ ঠাণ্ডা পিঠের ওপর। ওপরে-নিচে ঘষতে লাগল। টের পেলাম ওর হাত ঢুকে যাচ্ছে আমার নাইট গাউনের ভেতরে, ওপরে-নিচে, যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ওর হাতের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়লাম পরম সুখে। অমন

www.banglainternet.com

সুখের রাত আর কোনোদিন আসেনি আমার জীবনে। সকালে উঠে ওকে আর ছাড়তে ইচ্ছে করল না। বললাম 'যেয়ো না' কিন্তু কাজ ছিল বলে ওকে যেতেই হল।'

'তারপর প্রতিটি রাত কাটতে লাগল ওই রাতটির মতো। পরম সুখময় অভিজ্ঞতায়। আঙ্কেল জর্জ, অ্যালেক্সিয়াসের উষ্ণ হাতের আদর আমার কাছে এখন টাকা-পয়সার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বরং টাকা-পয়সাই আমার কাছে ঠাণ্ডা আর নীরস বলে মনে হচ্ছে।'

'তাই নাকি!' কপালে চোখ উঠে গেল আমার এ কথা শুনে।

'সত্যি বলছি।' বলল ও।

'আচ্ছা, ও যে তোমাকে জড়িয়ে ধরল, স্পর্শ করল, তোমাকে উষ্ণ করে তুলল, তুমি কি—' থেমে গেলাম আমি, লজ্জাকর কথাগুলো কী করে বলি ওকে ? শত হলেও ওরচে বয়সে অনেক বড় আমি।

'হ্যাঁ, আমরা ও কাজটাও করেছি,' গর্বের গলায় বলল ইউফ্রোজিন। 'এতে দোষের কিছু আছে বলে মনে হয়নি আমার। লোকে টাকা-পয়সা নিয়ে যাই বলুক, যতই বলুক টাকই সকল উষ্ণতার উৎস। কিন্তু আমি বলব ভুল। ভালোবাসা হল সকল উষ্ণতার চাবিকাঠি।'

তো এই হল আমার গল্প। আমি ইউফ্রোজিন আর অ্যালেক্সিয়াসের মতো সুখী দম্পতি দ্বিতীয়টি দেখিনি। এরপরে ইউফ্রোজিন একদম বদলে যায়। তার পুরুষ-ভীতি স্পর্শ চলে গিয়েছিল। তাদেরকে আর সন্দেহের চোখেও দেখত না। ইউফ্রোজিন বলত টাকার মতো ভালোবাসাও ভাগ করে দেয়া উচিত। আর ভালোবাসা যত বিলান যায়, বিনিময়ে আরো বেশি পাওয়া যায়। অ্যালেক্সিয়াসের সঙ্গে ইউফ্রোজিন এখনো সুখে ঘরকন্না করছে। সব সময় করবে কথা দিয়েছে আমাকে।

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com